

শিয়াল
আর
সারস



এক জঙ্গলে এক শিয়াল আর সারস
বসবাস করত। শিয়াল সবসময়ই
সারসের অদ্ভুত চেহারার জন্য মনে
মনে হাসত। একবার সারসের সঙ্গে
রসিকতা করার জন্য শিয়াল মনে
মনে এক ফন্দি আঁটল।

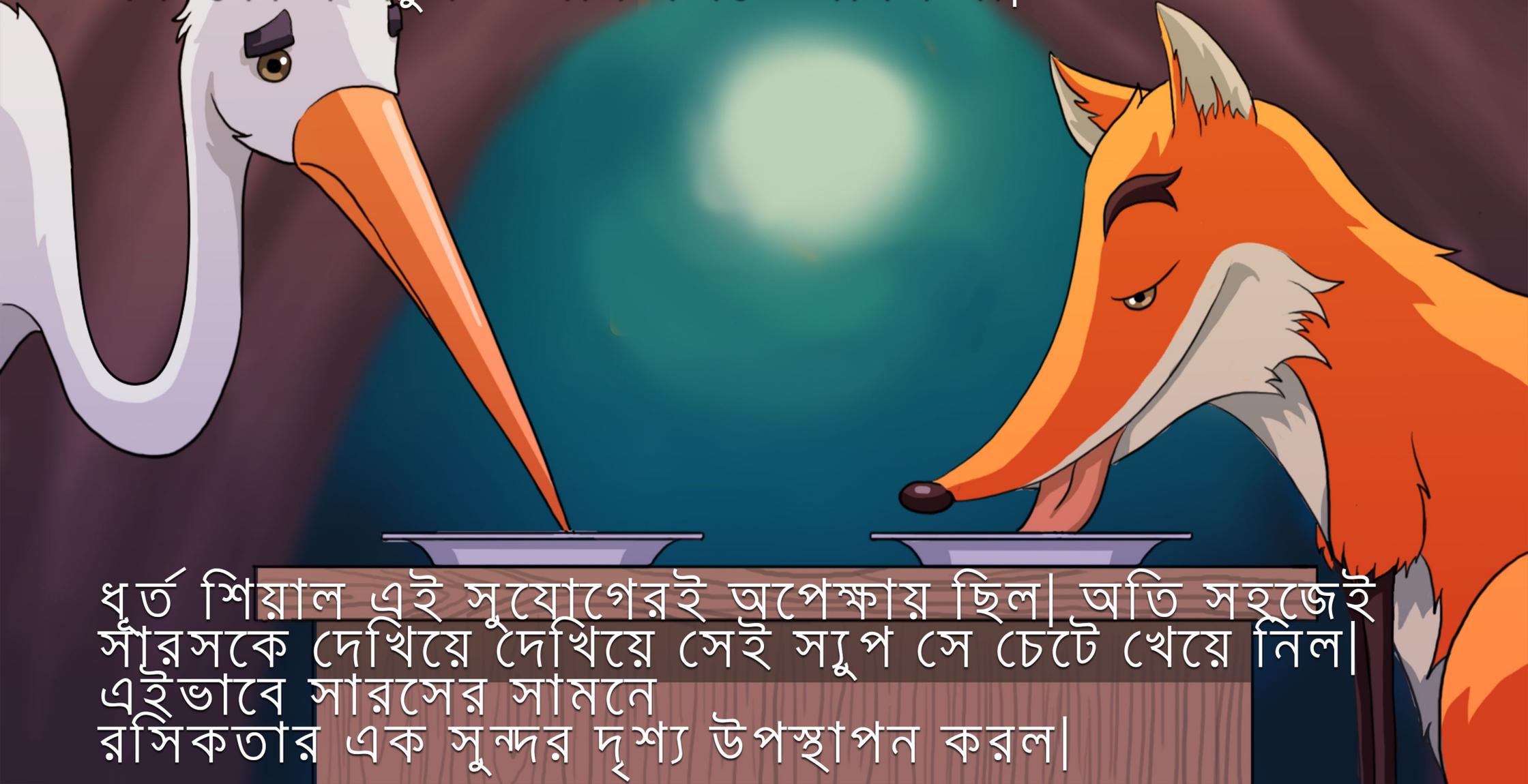


ব্যস্! যেমন ভাবা আর কি। সারসকে ডেকে শিয়াল বলল “বন্ধু,
আজ রাতে তুমি আমার বাড়ীতে খেতে এসো কেমন।” আর
মনে মনে নিজের বানানো ফন্দির কথা ভেবে বেজায় হাসল।



এদিকে সারস তো শিয়ালের নিমন্ত্রণ পেয়ে খুব খুশি। যথারীতি
পেটে পুচুর খিদে নিয়ে শিয়ালের বাড়ী পৌঁছে গেল।

রাতে খাবারে, সারসকে সে একটি অগভীর পাত্রে সুপ
পরিবেশন করল। কিন্তু বেচারি সারস তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে
এক ফোঁটা সুপ ও পান করতে পারল না।



ধর্ত শিয়াল এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। অতি সহজেই
সারসকে দেখিয়ে দেখিয়ে সেই সুপ সে চেটে খেয়ে নিল।
এইভাবে সারসের সামনে
রসিকতার এক সুন্দর দৃশ্য উপস্থাপন করল।

ক্ষুধার্ত সারস শিয়ালের এমন কৌতুকে মোটেও খুশি হল না। রাগে দুঃখে পেটে
খিদে নিয়ে খুব কষ্ট পেয়ে সে তার নিজের বাসায় ফিরে গেল। কিছুদিন পরেই
সারস এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে শিয়ালকে রাতে নিমন্ত্রণ করল।
আর শিয়ালও যথাসময়ে
সারসের বাড়ী পৌঁছে গেল।





রাতের খাবারে সে শিয়ালকে মাছ পরিবেশন করল। মাছের ভরপুর গন্ধে চারপাশ একেবারে ম ম করছিল। কিন্তু বুদ্ধিমান সারস শিয়ালকে একটা লম্বা সরু গলাওলা জারে খাবার পরিবেশন করল।



সারস তো অতি সহজেই সরু লম্বা গলা দিয়ে জারের ভিতর মুখ ঢুকিয়ে
খাবার খেল। কিন্তু শিয়াল পড়ল মুশকিলে! তার মুখ আর কি করে ঐ
সরু গলা জারে ঢোকাবে? সে খালি সুস্বাদু খাবারের ঘ্রাণ নিয়েই ক্ষান্ত
রইল।

নীতিকথা- অন্যকে শ্রদ্ধা করলে তবেই
শ্রদ্ধা পাওয়া যায়।

